পদক

হরেকৃষ্ণ ডেকা

অনুবাদ ঃ বাসুদেব দাস

।। লেখকপরিচিতি ।।

১৯৮৭সনের সাহিত্য অকাডেমি বিজয়ী হরেকৃষ ডেকা অসমের তিনসুকিয়া শহরে ১৯৪৩ সনে জন্মগ্রহন করনে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ শ্রী ডেকা অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শু( করলেও পরবর্তীকালে পেশার পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের পদে কর্মরত। এমন একটি গুরুত্বপূর্ন পদে অবস্থান করেও তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে সমান যত্নশীল। কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের এই তিনটি বিভাগেই শ্রীডেকার মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রকাশিত গন্থ 'স্বরগুলি', রাতের শোভাযাত্রা, প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য, মধুসূদনের দলং, বন্দীয়ার ইত্যাদি। 'বন্দীয়ার' গল্পের জন্যে শ্রী ডেকা ১৯৯৬ সনে 'কথা' পুরস্কার লাভ করেন।

পদকের প্রতি রামে(রের বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। পদকের কথাটা প্রথম বলেছিল ইনস্পেক্টর দত্ত। হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে আসার দিনই ইনস্পেক্টর দত্ত এসেছিল। কৃতজ্ঞতায় নিজের মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে রামেশ্বরকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল --- ''রামেশ্বর, তুমি শুধু আমার জীবনই বাঁচাওনি, ডিপার্টমেন্টের মুখও উজ্জ্বল করেছে। দেখবে তুমি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সাহসিকতার পুরস্কার পাবে।''

রামেশ্বর অবশ্য তখন পদকের কথা ভাবার মতো অবস্থায় ছিল না। ঘটনাটায় তার একটা পা ভেঙে গিয়েছিল। এরকম একটা পা নিয়ে একটা অলস জীবন কাটানোর কথা ভেবে ভেবেই তার মনটা বড় অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তাকে বেশি সময় চিন্তা করতে হলোনা। তাকে সাহায্য করার জন্য তার বিভাগের লোকরা এগিয়ে এল। ব্যাপারটাতে ইন্দ্র দত্তই বেশি আগ্রহ দেখালেন। ডিপার্টমেন্ট থেকে চাঁদা তুলে সেই টাকায় জয়পুর থেকে কৃত্রিম পা এনে সংযোগ করে দেওয়ায় সে প্রায় আগের মতোই চলাফেরায় স(ম হল। বিভাগও তাকে যেখানে খুব একটা দৌড়াদৌড়ি নেই সেখানে বদলি করে দিতে চাইল। সেই নিজেই এভাবে বসে থেকে কাজ করতে রাজি হলো না, তাই সে চাকরিতে ইস্তফা দিল। বিভাগ অবশ্য তার ইস্তফা গ্রহণ না করে তাকে স্বেচ্ছাঅবসর গ্রহণ করার সুযোগ দিল। কিছুটা বয়স হলেও রামে(রের বিয়ে - সাদি করেনি। তাই সংসারের ঝামেলাও তার ছিল না। পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় থাকা খাওয়া ভাবনাও তাকে ভাবতে হলোনা। জায়গাজমি তার যথেষ্টই ছিল। টাকা পয়সার অভাবে পড়ে সে পুলিশের চাকরিতে জয়েন করেনি। বাবা ছিলেন পাঠশালার পন্ডিত। তী(বুদ্ধির লোক বলে গ্রামে যথেষ্ট খাতির ছিল। তার ছেলে হয়ে সে যখন স্কুল ফাইন্যালের দরজাও পার হতে পারলনা, তখন ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে সে পুলিশের খাতার নাম লেখাল তখন তার বয়স ১৮ বছর। মন দিয়ে কাজকর্ম করার ফলে সে যথাসময়ে হাবিলদার পদে উন্নীত হলো। আর এখন ৩৭ বছর হতে না হতেই ঘটনাটায় একটা পা হারিয়ে তাকে অবসর নিয়ে ঘরে ফিরতে হলো।

চাকরিতে ঢুকে গ্রাম ছেড়ে গেলেও গ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়ই ছিল। বন্ধেতে বা ছুটির সময় গ্রামে এলে গ্রামের লোকদের খোঁজখবর নেওয়া, একে ওকে সাহায্য করা, সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহন করা - এ সবের জন্য রামে(রের ছিল গ্রামের বেশির ভাগ লোকেরই প্রিয় পাত্র। তাই গ্রামের সবাই তার এই বিপদের কথা শুনে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হলো। অবশ্য একই সঙ্গে তার কৃতিত্বের কথা ও দুর্জয় সাহসের কথা শুনে তারা গর্ববোধ ও করতে লাগল। তার সাহসের কথা গ্রামের লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার দিন তাই গ্রামের লোকে তার ঘর উপচে পড়তে লাগল। আর এতগুলো লোকের সামনেই ইন্দ্র দত্ত সেদিন পদকের কথা ঘোষণা করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার পদকপাবার খবর গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছাড়িয়ে গেল। গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গেল। রামে(রের কৃতিত্ব যেন গোটা গ্রামেরই কৃতিত্ব। তাকে নিয়ে গ্রামের প্রত্যেকের বুক গর্বে ফুলে উঠতে লাগল। যে ঘটনার জন্য এ কান্ড, এত হৈচৈ, তা অবশ্য কৃতিত্বের কথাই। কাটিয়া ব্রিজের সামনে লক্ষে(রের ডাকাতের সঙ্গে দুর্দান্ত লড়াই করে রামে(রের হাবিলদার তাকে ধরেছিল। লক্ষে দুর্ধর্ষ ডাকাত। এ অঞ্চলে এমন কোন লোক নেই যে লক্ষে(রের ডাকাতের নামে ভয়ে কাপড় চোপড় নষ্ট না করে ফেলে। তিন চার বছর ধরে লক্ষে আর তার সঙ্গী সাথীরা সমস্ত অঞ্চলটাতে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে রেখেছে। পুলিশ বিভাগ কিছুতেই তাকে ধরতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার নামে নানা ধরনের উপকথা প্রচলিত হয়েছিল। অনেক পুলিশ কর্মচারীরাও এসমস্ত উপকথার বি(োস করে। এহেন লক্ষে ডাকাতকে রামে(রের কাটিয়া ব্রিজের কাছে কাবু করে ফেলে। কাবু করে বন্য মোষের মতো লড়াই। একটা পা তখনই তাকে হারাতে হয়।

রামে(রের গ্রাম থেকে চার কিলোমিটার দূরে কাটিয়ে ব্রিজ। জায়গাটা জনশূন্য। একদিকে ঘন জঙ্গলে আবৃত ভাব। সাংঘাতিক ধরনের কোন প্রয়োজন না হলে আর নিরুপায় না হলে কেউ এ পথে যায়না। এই সমস্ত কারণেই লক্ষে ডাকাত তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জায়গাটাতে আস্তানা গেড়েছে। তার দলের দুই এক জন ডাকাত পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও তার কোন রকম সুলুক সন্ধান পুলিশ এখন পায়নি। সে যে কোথায় থাকে বহুদিন পর্যন্ত পুলিশ তার কোন রকম হদিশ পায়নি। কাটিয়া ব্রিজের সামনের পাহাড়ে সে লুকিয়ে রয়েছে বলে যখন পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেল, কখন ইনস্পেক্টর দত্তের উপর ভার পড়ল তাকে গ্রেপ্তার করার। ইন্দ্র দত্ত খবরটা খুব বেশী গু(ত্বপূর্ণ মনে করেননি। এধরনের দুর্ধর্ষ ডাকাতের সঠিক খবর পেলে নিয়ম হলো ভাল ভাবে খানাতল্লাশি করে, লুকিয়ে থাকা জায়গাটা গোপনে এসে নিরী(ণ করে বিশাল ফৌজ সহ উপস্থিত হয়ে চারদিক থেকে অতর্কিত ঘিরে ফেলা। ইন্দ্র দত্ত সে সমস্ত কিছুই না করে একজন নতুন পুলিশ নিয়ে জায়গাটা সার্চ করতে চলে এলো। কাটিয়া ব্রিজের কাছে পৌঁছে জিপটা ব্রিজের কাছে রেখে তার সঙ্গের সহকারী আর কয়েকজন পুলিশকে পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে লক্ষেকে খুঁজে বের করার জন্য লাগিয়ে দিল। ওদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে নিজের জীপ গাড়ির আগের সীটে বসে মনের সুখে সিগারেট টানতে লাগল। সহকারী আর সিপাহীরা পাহাড়ের দিকে গিয়ে চোখের আড়াল হয়েছে মাত্র, ঘন ঝোপে লুকিয়ে থাকা বিশাল দেহের লক্ষে(রের ডাকাত হাতে একটা বিরাট রামদা নিয়ে বেরিয়ে এলো। দৌড়ে বেরিয়ে এসেই লক্ষে(রের ডাকাত একটা হুঙ্কার দিয়ে ইনস্পেক্টর দত্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দত্তকে জীপ থেকে টেনে নামিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে বিকট চিৎকার করে লক্ষে ডাকাত বলে উঠল ---''ঐ ইদুরের বাচচারা, এগিয়ে আয় তোদের বাপ ইনস্পেক্টরের তো বারোটা বাজিয়ে এনেছি, তোদের এত সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না।''

ইনস্পেক্টর দত্তের সঙ্গে আসা সহকারী অফিসার এবং সিপাহীরা পাহাড়িয়া জঙ্গলে ঢুকলেও তখনও বেশি দূরে যায়নি। ইচ্ছে থাকলে ওরা দৌড়ে এসে সবাই মিলে লক্ষে ডাকাতকে চেপে ধরতে পারত। কিন্তু দত্তের অবস্থা দেখে অনভিজ্ঞ সহকারি অফিসার এবং সঙ্গের অফিসাররা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইনস্পেক্টর দত্ত বারবার চিৎকার করে বলতে লাগল --''এই তোরা কে কোথায় আছিস তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে বদমাশটাকে চেপে ধর।'' কিন্তু কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করল না। দুজনে সিপাহী তো 'থানায় খবর দিতে যাই' বলে পালিয়ে বাঁচল। অফিসারটা সাহস করে কিছুটা এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তা দেকে লক্ষেডাকাত একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার করে ইন্দ্র দত্তকে বগলের তলায় চেপে ধরে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে অফিসারের দিকে দৌড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসার এবং বাকি কয়েকজন সিপাহি দৌড়িয়ে কয়েকটা বড়পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে লালগ। ইন্দ্র দত্তও নিশ্চয় সে সময় ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করছিল। লক্ষে ডাকাত রামদা টা উঠিয়ে যে ভাবে কোপটা বসাতে যাচ্ছিল সেটা ঠিক জায়গায় পড়লে ইন্দ্র দত্তের গলা দু-টুকরো হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যেত।

কিন্তু ইন্দ্র দত্তের ইষ্ট দেবতা নিশ্চয় প্রসন্ন ছিল। কারণ ঠিক সেই সময়েই হাবিলদার রামে(রের এসে অকুস্থলে উপস্থিত হলো। রামে(রের অবশ্য ইনেস্পেক্টর দত্তের সঙ্গে আসেনি। কয়েকদিন আগেই সে বছরের পাওনা ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছে। গো( একটা আগের দিন রাতে বাড়ি ফিরে না আসায় খুঁজতে খুঁজতে এখানে

এসে হাজির হয়েছে। এসেই গোটা ব্যাপারটা চোখে পড়েছে তার। সে আর কোন কিছু চিন্তা করার সুযোগ পেল না। এক লাফে সে লক্ষে ডাকাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেক্টর দত্ত কে ছেড়ে দিয়ে লক্ষে ডাকাত রামে(রের সঙ্গে কুস্তাকুস্তি আরম্ভ করে দিল। রামদায়ের প্রথম কোপটা রামে(রের হাঁটুতেপড়ায় সে রীতিমতোজখম হলো। তবুও সে লক্ষে(রকে ছেড়ে দিল না। বহু(ণ ধস্তাধস্তি করার পর রামে(র লক্ষে(রের হাত থেকে রাম - দাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন ইন্দ্র দত্ত আর বাকি কয়েকজন এগিয়ে এসে লক্ষে(রকে বাগে আনল। সবাই মিলে লক্ষে(রকে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ায় লক্ষে(র (ান্ত হলো। এরমধ্যে রামে(রের সমস্ত পা রক্তে( ভেসে গেছে। তাড়াতাড়ি করে জীপে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডাক্ত(ার পা-টা বাঁচাতেপারল না। একটা পা কেটে বাদ দিতে হলো।

রামে(র পা-টা হারাল। তার দুর্জয় সাহস সম্পর্কে সকলেই বলাবলি করতে লাগল। আর যখন পদকপাওয়ার কথাটা ইন্দ্র দত্তের মুখে ঘোষিত হলো, গ্রামের লোকের চোখে রামে(রের মর্যাদা অনেকটা বেড়ে গেল। সমস্ত গ্রামের গৌরবের পাত্র হলে পড়ল সে।

রামে(রের কৃত্রিম পা পরা নিয়ে পুলিশ বিভাগ গ্রামে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেদিন মহকুমাধিপতির সঙ্গে ইন্দ্র দত্ত ও এসেছিল। বক্তৃ(তা দেবার সময় বারবার রামে(রের দুর্জয় সাহসের কথা উল্লেখ করল সে। নিজের কৃতজ্ঞতা জানাল। আরওএকবার সবার সামনে রামে(রের পুরস্কার পাবার কথা ঘোষণা করল। গ্রামের মানুষ আনন্দ আর উৎসাহের আতিশয্যে জোর জোর হাততালি দিল। রামে(রউত্তরে বলল --- ''পা হারিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। পা - এর বিনিময় আমি একজনের জীবন র(া করতে পেরেছি। পদকের লোভও আমার নেই। পদক না পেলেও আমি কোন দুঃখ পাব না।'' পদকপাওয়ার খবরটা কেবল তার গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, আশেপাশের গ্রামের লোকরাও জানতেপারল। সম্পূর্ণ মৌজার লোক জানতেপারল। গোটা মৌজাতে দুর্দান্ত সাহসী রামে(র হাবিলদারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

মাঝে মাঝে দুই একজন শুভাকাঙ(ী এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, সেই পদকটা এসেছে নাকি? কৌতূহলভরে পদকটা দেখতে চায়। কেউ জিজ্ঞেস করে পদকটা সোনার নাকি? কেউবা জিজ্ঞেস করে ক'তোলা সোনা রয়েছে। প্রত্যেকেরই এক কথা সোনাই হোক্ বা তামাই হোক্ এটা একটা লাখ টাকার জিনিস।

ছমাস পার হয়ে যাবার পরও অবশ্য পদকের কোন খবর এলো না। মাঝখানে একবার ইন্দ্র দত্ত এসে দুহাজার টাকা দিয়ে গেল। বলে গেলেন এই টাকাটা সম্প্রতি বিভাগীয় প্রধান পুরস্কার হিসেবে দিয়েছে। টাকাটা তার কাজে আসবে। টাকাটা নেবার সময় রামে(র একবার ইতঃস্তত করে ইন্দ্র দত্তকে জিজ্ঞেস করল ---''গ্রামের লোকরা বড় খোঁচাতে থাকে। আপনে একটা পদকপাবে বলেছিলেন। প্রত্যেকেই এখন সেটা দেখতে চায়। আমার খুব অস্বস্তি হয়। আমি তো পদক চাই নি। তবু খবরটা কবে পাব বলতেপারেন কি?'' ইন্দ্র দত্ত বলল -- ''পদকের খবর পেলে জানতেপারবেই। সুবিধে হলে আমি নিজেই জানিয়ে যাব। দোবার উচ্চপদস্থ কোন অফিসার পদকপরিয়ে দেবেন।

ইন্দ্র দত্ত শেষবার আসার পর যখন আরো দেড় বছর পার হয়ে গেল রামে(র তখন পদকের চিন্তা ছেড়ে দিল। গ্রামে অবশ্য রামে(রের আরো ইজ্জত বেড়ে গেল। কৃত্রিম পা নিয়ে সে সমাজের সমস্ত কাজকর্মে অগ্রণী ভূমিকা নিতে লাগল। সবাইকে সাহায্য করা, (ীর দেখাশোনা করা, গ্রামে পুকুর কাটান, নাম ঘর মেরামতি করা, রাতেপাহারা দেওয়া সর্ব কাজেই রামে(র রয়েছে।

রামে(রের গ্রামে প্রতি বছর বড় করে মেলার আয়োজন করা হয়। সমস্ত মৌজা থেকে লোকজন আসে তাতে। মেলার জন্য বেশ বড় ধরনের আয়োজন করা হয়। বেশ কিছুদিন আগেই তাই গ্রামের বৃদ্ধ এবং মুরব্বীদের একটা জমায়েত বসে নামঘরের বারান্দায়। এবার রামে(রকেও জমায়েতে আমন্ত্রণ করা হল। জমায়েতে একটা ছোটখাট সমস্যা দেখা দিল। মেলার প্রথম দিন গোঁসাইকে আসন থেকে বের করে সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করা হয় । প্রসেসনের সামনে থাকে গ্রামের মোড়ল। এবার এটাই সমস্যা। রতন মোড়লের দুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে। তাই কাকে মোড়লের দায়িত্ব দেওয়া যায় সেটা নিয়েই সবাই সমস্যায় পড়েছে। আর এই সমস্যা নিয়ে আলোচনাকরার সময়েই খবরটা এল। খরটা নিয়ে এল নতুন কলেজে ভর্তি হওয়া ছেলে ধনে(র। সে ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। নামঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় জমায়েতের মধ্যে রামে(রকে দেখে চিৎকার করে বলল ---''আরে আপনাকে মেডেল দেওয়া হবে তো। যাবেন না?'' কথাটা শুনে সবাই তাকে ঘিরে ধরল। সে সকলকে বলল, জজফিল্ডে বিরাট কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছে। ঘোড়া - সওয়ারদেরও পেরেড হবে। স্বয়ং রাজ্যপাল নাকি আসবে মেডেল দিতে।

রামে(র বলল, --- 'কোথায়, আমাকে তো খবরই দেয়নি।' ধনে(র বলল, এ খবর সবাইকে দেওয়া যাবেনা। খবরের কাগজে দিয়েছে, সময় কম বলে সবাইকে চিঠি দিয়ে জানাতেপারেনি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই যেন সমস্ত পদক বিজেতারা হাজির হয়। দিন রাতে পেরেডের রিহার্সেল হচ্ছে। অবিকল গণতন্ত্র দিবসের পেরেডের মতো হবে মনে হচ্ছে।

রামে(র তথাপি ইতস্তত: করতে লাগল। গ্রামের সবাই রামে(রকে পদক আনতে যাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলতে লাগল।পাঠশালার শি(ক বয়োবৃদ্ধ, সকলের সম্মানিত, ধর্মপন্ডিত এবার বলে উঠলেন, -''এই যে শোন আমি একটা প্রস্তাব রাখছি। আমরা গ্রামের মোড়ল কে হবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। আমার মতে এটা এখন আর কোন সমস্যাই নয়। রামে(রের থেকে উপযুক্ত( আর কে আছে? গ্রামের সমস্ত কাজকর্মে রামে(র প্রথম সারিতে। রামে(রকে মোড়ল বানাও। যখন মেডেল পরে বুক ফুলিয়ে গোসাঁইকে নিয়ে রামে(র শোভাযাত্রায় সামনে দাঁড়াবে তখন দেখবে সোনায় সোহাগা হবে। সমস্ত মৌজার মানুষ জানাবে এ গ্রামের মোড়ল যে সে নয়। এগ্রামের মোড়ল একটা বাঘের বাচ্চা।''

কথাটা সবার পছন্দ হল। সবাই হাততালি দিয়ে ধর্মপন্ডিত কে সমর্থন করল।পদকের লোভ রামে(রের ছিল না। কিন্তু গ্রামের মোড়লের পদটার কথা আলাদা। তার কাছে এটা একটা বিরাট স্বীকৃতি। তাকে গ্রামের লোক এত বড় স্বীকৃতি দেওয়ার সে অভিভূত হয়ে পড়ল। ভাবল পদকটা আনতে তাকে যেতেই হবে।পদকের সঙ্গে গ্রামের তার মর্যাদা জড়িয়ে রয়েছে। যেদিন সে পদক আনতে গেল গ্রামের অনেকেই সেদিন তাকে এগিয়ে দিতে গেল। সবাই মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে যেদিন রামে(র পদক নিয়ে ফিরে আসবেগ্রামের মানুষ সম্বর্ধনার আয়োজন করবে আর রেলষ্টেশন থেকেই ঢাক ঢোল বাজিয়ে রামে(রকে বরণ করে নিয়ে যাবে।

জজ ফিল্ডে পৌঁছে সে দেখল পদকের অনুষ্ঠানের জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। একটা সুন্দর চাঁদোয়া টাঙ্গান হয়েছে।অনেক বড় বড় অফিসার এসেছে, এছাড়া অনেক গন্যমান্য লোকরাও চাদোয়াঁর নিচে বসেছে। মাঠের চারদিকে কুচকাওয়াজ দেখতে আসা অনেক লোক কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঠের মাঝখানে কয়েকটা সশস্ত্র বাহিনীর কোম্পানি আনুষ্ঠানিক পোষাকপরে অপে(া করে রয়েছে। একদিকে ঘোড়া সওয়ার পুলিশের একটা দল কুচকাওয়াজে অংশ নেবার জন্য অপে(া করে রয়েছে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে বিরাট এক জমজমাটপরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সে গিয়ে পদক বিজেতাদের জন্য রাখা নির্দিষ্ট আসনে বসল। সে একদম ঠিকসময়েই এসে উপস্থিত হয়েছিল। তার দুএকজন সহকর্মীকে দেখতে পেল যদিও তারা সামনের দিকে থাকায় কারো সঙ্গে কথা বলতেপারলনা। ওরাও কেউ তাকে ল(্য করেনি। সকলেরই দৃষ্টি মাঠের মাঝখানে যেখানে সশস্ত্র বাহিনী এবং ঘোড়া - সওয়ার তৈরি হয়ে রয়েছে।

চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে রামে(র ইন্দ্র দত্তকে দেখতে পেল। সে সামনের মঞ্চে মাইক ঠিক করায় ব্যস্ত। এই মঞ্চ থেকেই রাজ্যপাল পদকগুলো পরিয়ে দেবেন। কাঁধে তিনটে তারা দেখে রামে(র বুঝতেপারল ইন্দ্র দত্ত ইতিমধ্যে ডি এস পি হয়ে গেছে। রামে(র একবার উঠে গিয়ে ইন্দ্র দত্তের সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিল কিন্তু এতগুলি লোক এবং বড় বড় অফিসারের মধ্যে গিয়ে ইন্দ্র দত্তের সামনে হাজির হতে সে সঙ্কোচ বোধ করছিল। তাছাড়া অবসর নিলেও সে ভুল করে ইউনিফর্ম পরে এসেছে। সে ভেবেছিল পদক ইউনিফর্মে'র উপর পরতে হয়। তাই সে ইউনিফর্ম ভাল ভাবে পরিস্কার করে পরে এসেছিল। ইউনিফর্ম পরার জন্য অস্বস্তি হওয়ার সে নিজের সিটেই চুপ করে বসেছিল। অনুষ্ঠানের জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ অবশ্য তার মনে একটা আনন্দের ভাব এনে দিল। পদকের লোভ তার ছিলনা। পদকটা নিতে এসেছিল সে অন্য একটা কারণে, গ্রামের লোকরা জোর করে ধরেছিল আর মোড়লের পদটার গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য। কিন্তু এখন সে উপলব্ধি করল পদক

পাওয়াটা সত্যিই বড় গৌরবের কথা।

যথাসময়ে রাজ্যপাল এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শু( হল। এক এক করে কার্যসূচি এগোতে লাগল। কুচকাওয়াজ হয়ে যাওয়ার পর পদক বিজেতাদের এক এক করে পদকপরিয়ে দেওয়ার পালা এলো। মঞ্চের কাছে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্র দত্ত এক এক করে নাম ঘোষণা করে যেতে লাগল। আর একজন অফিসার বিজেতারা কে কি বিষয়ে পুরস্কার পেয়েছে তার একটা বিবরণ দিতে লাগল। বিজেতারা অভিবাদন করে রাজ্যপালের সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল নিজেই হাতে পদকগুলো তাদের পরিয়ে দেন। রামে(ের একবার দেখলে ইন্দ্র দত্ত একবার নিজেই নিজের নামটা ঘোষনা করে রাজ্যপালের কাছে থেকেপদক গ্রহণ করল। কাটিয়া ব্রিজের সেই ঘটনাটার জন্য ইন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে।

অবসর প্রাপ্ত অফিসারদের পালা সবার শেষে এলো। রামে(েরের মনে একটা উথাল -পাতাল অবস্থা। গ্রামের লোকদের মুখ তার মনে পড়তে লাগল। পদকটা নিয়ে গ্রামের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যে হুলস্থুল শু( হবে, একটা উৎসবের পরিবেশের সৃষ্টি হবে, তা রামে(ের চোখের সামনে দেখতে লাগল। সে গ্রামের মোড়লের পদটা পাচ্ছেই। পদকটা পেলে পদটার গু(ত্ব অনেকটা বেড়ে যাবে

এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে সে বোধহয় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। নাম ঘোষণা যে কখন শেষ হয়ে গেল রামে(ের বুঝতেই পারল না। রাজ্যপাল মঞ্চথেকে নেমে আসতেই সে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে বলে বুঝতেপারল।

কিন্তু রামে(েরের নাম তো ঘোষণা করল না। কোথাও কোন ভুল হয়েছে কি? ইন্দ্র দত্ত যে ঘটনায় মেডেল পেয়েছে, সেই ঘটনায় সে মেডেল পাবেনা এটা কিভাবে হতেপারে? কিন্তু অনুষ্ঠান সত্যি সত্যিই শেষ হল। রাজ্যপাল চলে গেলেন। নিমন্ত্রিত অতিথিরা, পদক বিজেতারা সভা ছেড়ে চলে যেতে লাগল।

রামে(ের কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জায়গাতেই বসে রইল। তার পরিচিত দুই একজন তাকে ডাকল। তার সেদিকে মনই ছিল না।এরকম অভাবনীয় ঘটনার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অন্য এক ধরনের চিন্তা তার মনকে আঁকড়ে রইল। পদক না নিয়ে সে কোনমুখে গ্রামে ফিরে যাবে? গ্রামের মানুষেই বা কি ভাববে? বিশেষ করে যারা ঢাক ঢোল নিয়ে স্টেশনে অপে(া করছে?

সে সামনে তাকিয়ে দেখল ইন্দ্র দত্ত তখনও মঞ্চের সামনে জিনিস পত্র গুছিয়ে তোলায় ব্যস্ত। সে ধীরে ধীরে তার কাছে উপস্থিত হল।

ইন্দ্র দত্তের পাশে উপস্থিত হয়ে সে ডাকল - 'স্যার। ইন্দ্র দত্ত এত ব্যস্ত ছিল যে সে এসে পাশে দাঁড়ানো সত্তেও টেরই পায়নি। কথা শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে যে রামে(ের। তার মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। অল্প সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল -- 'তুমি এখানে ইউনিফর্ম পরে এভাবে....?' রামে(ের বলল- ''স্যার আমি পদকটা নিতে এসেছিলাম। কাটিয়া ব্রিজের ঘটনার জন্য পদকপাব বলে আপনেই তো বলেছিলেন।''

ইন্দ্র দত্তের চোখ মুখ এবার লাল হয়ে উঠল। তার চোখ এবার নিজের পকেটের ভেতর রাখা জুল জুল করতে থাকা পদকটার দিকে গেল। কিছু সময় রামে(েরের দিকে তাকিয়ে থেকে ইতঃস্ততঃ করে বলল, --- ''কি জান রামে(ের, সেই যে তোমাকে দুই হাজার টাকায় একটা পুরস্কার বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমিইতো দিয়ে এসেছিলাম। মনে আছে না? সেটার জন্যই তো অসুবিধে হল।আমি জোর দিতেপারলাম না .....''

ইন্দ্র দত্তের কথাগুলো যেন রামে(েরকে একটা চড় কষিয়ে দিল। এরকম ভাবে বঞ্চিত হবার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তার মনে হতে লাগল পুলিশের পোশাকগুলো যেন তার শরীর থেকে ঢিলে ঢালা হয়ে খসে পড়ছে। তার কৃত্রিম পা ভারী হয়ে যাওয়ায় নাড়তেপারছে না। বজ্রাঘাত প্রাপ্ত মানুষের মতো কথা বলতে না পারা রামে(ের ইন্দ্র দত্তের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছু বলার আগেই ইন্দ্র দত্ত তার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি করে সরে পড়ল। রামে(ের স্পষ্ট বুঝতেপারল যে ইন্দ্র দত্ত তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। ইন্দ্র দত্ত যাওয়ার পর সে অনেক সময় শূন্য জজ ফিল্ডে একা দাঁড়িয়ে রইল। গর্বিতপদ(েপে চলে যাওয়া ইন্দ্র দত্তের বুকের পদকটা যেন তাকে উপহাস করে গেল।

অনেক(ণ পরে হাইকোর্টের উঁচু চুড়াটার দিকে তাকিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল এবং অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে শিলপুখরিতে পৌঁছে সে বুঝতেপারলে যে সে স্টেশনে না গিয়ে উল্টোদিকে চলে এসেছে। সে স্টেশনের দিকে ফিরে চলল।

ঠিক তখনই তার দোকানটার দিকে চোখ গেল। পুলিশের লোকদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান। সে চাকরিতে থাকার সময় অনেকদিন এখান থেকে জিনিস পত্র কিনেছে। বড় অফিসারের জন্য একবার সে এখান থেকে মেডেলের সঙ্গে পরারজন্য রিবন কিনেছিল। এখনও নিশ্চয় সেই রিবনগুলি পাওয়া যায়। সে কিছু(ণ দোকানের দিকে তাকিয়ে থেকে ঠিক করে ফেলল সে শুধু হাতে ফিরে গেলে হবে না। না হলে গ্রামে তার মর্যাদা থাকবে না।

সে দোকানের ভেতর ঢুকে গেল, দোকানী তাকে জিজ্ঞেস করল, কিছু লাগবে কি?

সে বলল, 'হ্যা' লাগবে। আমার একটা বিরনের প্রয়োজন। পুলিশ মেডেলের রিবন আছে কি?

দোকানদার উত্তর দিল--- 'আছে'। কয়েকটা মেডেলেও রয়েছে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত পদক দেয় সেগুলি আমাদের কাছে পাবেন না। সেগুলো অনুষ্ঠান করে দেওয়া হয়তো। স্টার কিন্তু পাওয়া যাবে।

রামে(ের কিছু সময় ভেবে বলল - ''তাহলে রিবন না দিয়ে আমাকে একটা স্টারই দিন।''

পদকটা নিয়ে দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শার্টের পকেটের উপর সে সেটা পরে নিল। পদকটা পরতে গিয়ে তার বুকটা কেঁপে উঠল। সে গ্রামের লোকদের একটা বিরাট ফাঁকি দিতে চলেছে। কথাটা কি ভাল হবে? কিন্তু ইন্দ্র দত্তের নামটা মনে পড়তেই সে গোটা ভাবনাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিল। পলড়া গ্রামে পদকটা না নিয়ে গেলেও তার অমর্যাদা হবে। সেটা কিছুতেই হতে দিতেপারে না।

পদকটা পরে সে নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। ঢাক-ঢোলের আওয়াজটা যেন এখান থেকেই তার কানে আসতে লাগল।

তার অজান্তে তার মনের মধ্যে যে সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা কীট প্রবেশ করল তা সে টেরও পেল না।